ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB. 28 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... ৩ .....

৭।

ময়মনসিংহ জিলা স্কুল

দেশের ঐতিহ্যবাহী 'ময়মনসিংহ জিলা স্কুল' নামের অন্যতম বিদ্যাপীঠে এখন আনন্দ উৎসবের জোয়ার বইছে। প্রতিষ্ঠানটির সকল ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ একযোগে মেতেছে এই উৎসবে। '৯৮ সালের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরে শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে নির্বাচিত হওয়াই হচ্ছে তাদের উৎসবে মেতে উঠার একমাত্র কারণ। অবশ্য এবারই স্কুলটি প্রথমবারের মতো শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে নির্বাচিত হয়নি। '৭৮ সালেও এই স্কুলটি একবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানের প্রাচীনত্ব

উপমহাদেশের সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম এই ময়মনসিংহ জিলা স্কুল। এ দেশের ছাত্রদের মাঝে আধুনিক শিক্ষার আলো পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ কোম্পানির কাছ থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়া দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণের পর ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ময়মনসিংহ জিলা স্কুল' সে সবের মধ্যে অন্যতম। প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ভাঙাগড়ার অনেক স্মৃতি বুকে ধরে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ বিদ্যাপীঠটি।

ফলাফল

১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ভারতের সুপ্রাচীন এ বিদ্যাপীঠের ফলাফল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বাংলার আনন্দ মোহন বসু, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সাহিত্যিক ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও এম আর আক্তার মুকুল, সাংবাদিক এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব ড. শাহ মোঃ ফরিদসহ উপমহাদেশের বাইরে-ভিতরে কর্মরত অসংখ্য কীর্তিমান যশস্বী ব্যক্তিত্বের জন্মদাত্রী এ স্কুলটি ঈর্ষণীয় ফলাফলের অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ১৯৭৬ সালে এমএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন রিয়াজুল গফুর মাহমুদ হাসান। একই বছর রেজা মোহাম্মদ চৌধুরী বাণিজ্যে এবং নওশাদ আহমদ শিল্পকলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিগত বছর পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো বিভাগে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়াসহ সম্মানজনক ফলাফল বয়ে আনছে। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও ছাত্ররা প্রতি বছরই উজ্জ্বল সফলতার স্বাক্ষর রেখে আসছে। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ ৫১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা বর্তমানে স্কুলটিতে শিক্ষকতা করে ভালো ফলাফলের জন্য তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রন্থাগার

'দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্তদের কাছে বই প্রিয় ও মধুর সঙ্গীতের মতো' আর তাই ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের গ্রন্থাগারটি স্কুলের একটি অতিমূল্যবান নিজের সম্পদ। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সংগ্রহ সংবলিত চার সহস্রাধিক পুস্তকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এ গ্রন্থাগার যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে ঈর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মহাকালের নীরব সাক্ষী হিসেবে এটি যুগ যুগ ধরে ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞানপিপাসা মিটিয়ে আসছে।

খেলাধুলা

শুধু লেখাপড়াতেই নয়, ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের দামাল ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, এ্যাথলেটিকস, সাঁতার, হ্যান্ডবল ও বাস্কেটবল খেলায় বিভিন্ন পর্যায়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে আসছে। হকিতে '৯৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, স্কুল ক্রিকেটে রানার্সআপ, আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন, '৯৫ সালে আঞ্চলিক পর্যায়ে স্কুল ক্রিকেট ও টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন, বাস্কেটবলে রানার্সআপ, ফুটবলে থানা পর্যায়ে রানার্সআপ, ঢাকা বিভাগীয় পর্যায়ে হকি ও হ্যান্ডবলে রানার্সআপ, '৯৭ সালে আঞ্চলিক পর্যায়ে স্কুল ক্রিকেটে ও থানা পর্যায়ে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন, '৯৮ সালে আঞ্চলিক পর্যায়ে স্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। চিত্রাঙ্কনে জাতীয় পর্যায়ে '৯৭ সালে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র সুদীপ দাশ তন্ময় জলরঙে এবং ১০ম শ্রেণীর ছাত্র শফিউল আশরাফ রুবেল প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় '৯৭ সালে জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্কে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এককভাবে প্রথম স্থান অর্জন করে দলনেতা দেবাশীষ। বর্তমানে ছাত্রদের উন্নতমানের বক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে একটি ডিবেট ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

সামাজিক কার্যক্রম

'মানুষ মানুষের জন্য' এই মহান সত্যকে সামনে রেখে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। '৯৬ সালে টাঙ্গাইলে টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মাঝে বিদ্যালয়ের স্কাউট ও বিএনসিসি দল বস্ত্র সামগ্রীসহ নগদ অর্থ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করেছে। টিকাদান কর্মসূচিসহ এই শতাব্দীর ভয়াবহ '৯৮ সালের বন্যার সময় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে। এছাড়াও ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কটি বন্যার পানিতে তালিয়ে গেলে উত্তরবঙ্গের যানবাহনগুলো যখন ময়মনসিংহ শহরের উপর দিয়ে যাতায়াত করতো তখন শহরের যানজট নিরসনকল্পে ছাত্ররা শহরে ট্রাফিক কাজে সহায়তা করেছে। এছাড়াও জেলা প্রশাসন কর্তৃক অর্পিত বিজ্ঞানমেলা, শিক্ষা সপ্তাহসহ বিভিন্ন কার্যাবলী বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদন করে আসছে।

❑ জাহাঙ্গীর আলম লিটন